এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের দোয়া অনুষ্ঠানে গভর্ণিং বডির সভাপতি মোহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন চৌধুরীসহ অন্যান্যরা

মেশিন রিডেবল ডিজিটাল আই কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি মোহাম্মদ মনোয়ার হোসাইন চৌধুরী

একাডেমীর এসেম্বলীতে ছাত্রদের একাংশ

রহমান প্র্যাড, ফেনী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

পড় তোমার প্রভুর নামে

প্রসপেক্টাস

শিক্ষাবর্ষ-২০২৬

নূরানী শাখা — প্লে গ্রুপ থেকে কে.জি থ্রী

কেজি শাখা — কে.জি থ্রী থেকে কে.জি ফাইভ

মাধ্যমিক শাখা — প্রভাতী ও দিবা
বিজ্ঞান, মানবিক
ব্যবসায় শিক্ষা

কারিগরী শাখা — সিভিল ও কম্পিউটার

শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী

ক্যাম্পাস : শাহীন একাডেমী রোড, রামপুর, ফেনী সদর, ফেনী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬০২২৩ (হোস্টেল)
: ০১৩২২-৮৩৫১৬৪, ০১৩০৯-১০৬৫৭৮
Website : www.safeni.edu.bd

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি-২০২৬ ইং

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী'তে সরকারী বিধি মোতাবেক ১ম থেকে ৯ম শ্রেণিতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১। **অনলাইনে আবেদন করার সময় :** ২১/১১/২০২৫ ইং থেকে ০৫/১২/২০২৫ ইং, বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত।

২। ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী https://gsa.teletalk.com.bd এই ওয়েব সাইটে আবেদনপত্র পূরণ ও Teletalk Mobile নম্বর হতে এর মাধ্যমে আবেদন ফি প্রদান করে ভর্তি আবেদনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। যারা শাহীন একাডেমীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তারা শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনী'কে প্রথম চয়েজ দিতে হবে।

নূরানী ও কেজি শাখায় ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১। প্লে, নার্সারী, কেজি ওয়ান, কেজি টু এবং নূরানী শাখায় ১০/১১/২০২৫ ইং থেকে ভর্তি চলছে।

২। কেজি ওয়ান থেকে কেজি ফাইভ পর্যন্ত সরকারী নিয়মানুযায়ী টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। এছাড়া সরাসরি একাডেমীর ওয়েব সাইডেও আবেদন করা যাবে। www.safeni.edu.bd এর মধ্যে Admission মেনুতে Admission Form পাওয়া যাবে। উক্ত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে প্রিন্ট আউট নিতে হবে।

৩। ভর্তি ফরম জমা দেওয়ার সময় অবশ্যই ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে এবং ১০০/- (একশত) টাকা জমা দিয়ে রসিদ ও রেজিস্ট্রেশন নং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। লটারী অনুষ্ঠিত হবে ১৪/১২/২০২৫ ইং রোজ রবিবার। ১৭/১২/২৫ ইং রোজ বুধবার সকাল ৯.০০টা থেকে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া অন্যান্য তথ্যাবলী প্রসপেক্টাসে পাওয়া যাবে।

কারিগরী শাখায় ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

১। **আবেদন পত্র বিতরণ ও গ্রহণ :** ১৬/১১/২০২৫ ইং থেকে ২৩/১২/২০২৫ ইং পর্যন্ত। (সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকাল ৩৪:০০টা)।

২। **ভর্তি ফরম জমা দেওয়ার সময় :** অষ্টম শ্রেণি রেজি: কার্ডের ফটোকপি, তথ্য ও দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙ্গিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

৩। **আবেদন ফি :** ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা জমা দিয়ে রসিদ ও রেজিস্ট্রেশন নং সংগ্রহ করতে হবে।

৪। **লটারী ও ফলাফল প্রকাশ :** ২৪/১২/২০২৫ ইং, রোজ বুধবার।

৫। **ভর্তি কার্যক্রম :** ২৮/১২/২০২৫ ইং রোজ রবিবার থেকে চলবে।

৬। **ক্লাস আরম্ভের তারিখ :** ০১/০১/২০২৬ ইং রোজ বৃহস্পতিবার।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য স্কুলের হেল্প ডেস্ক ও ওয়েব সাইট থেকে জানা যাবে।

(এম. একরামুল হক ভূঁঞা)
অধ্যক্ষ
শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী

প্রিন্সিপাল ও ভাইস প্রিন্সিপালসহ সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে ২০২৪ সালে জেলায় স্কাউট ও কাব স্কাউট দুটোতেই প্রথম স্থান অর্জনকারী দলনেতারা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক প্রফেসর মো: ফজলুল কাদের চৌধুরীকে ফুল দিয়ে বরণ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী'র স্কাউট দলের সঙ্গে অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

আমাদের কথা

সকল প্রশংসা ঐ মহান সত্তার যিনি মানুষকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন। দরূদ ও সালাম মানবতার বন্ধু রাসুলে করীম (সাঃ) এর প্রতি যার আনিত জীবন বিধানই একমাত্র মুক্তির গ্যারান্টি।

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সৎ, যোগ্য ও আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তির। আর জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করতে পারে একমাত্র শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা সহ উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি ও মুল্যবোধে উদ্দীপ্ত করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে সময়ের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় **শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী**। যা গত ২০১৫ সেশনে কলেজ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি লাভ করে আলাদা নিজস্ব ভবনে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে।

১৯৮৫ সালে ফেনীর বিশিষ্ট সমাজ সেবক, শিক্ষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী এবং সমমনা আদর্শের পতাকাবাহীদের সফল উদ্যোগের ফসল আজকের এ **শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী**। ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট একটি ভাড়া করা ঘর থেকে কার্যক্রম শুরু করে আজ ১০০টি কক্ষ বিশিষ্ট একাডেমী ক্যাম্পাসে পরিণত হয়েছে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর কোরবানীর বিনিময়ে একাডেমী আজ এ পর্যায়ে এসেছে তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি, আর প্রাণ খুলে দোয়া করি। উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বকেও স্মরণ করছি যাদের অক্লান্ত শ্রম, অর্থ মিশে আছে শাহীন একাডেমীর ইতিহাসের সাথে। যারা আজ আমাদের মাঝে নেই। তারা হলেন মরহুম হেমায়েত উদ্দীন, নাজিম উদ্দিন বাহার, আবুল খায়ের ভূঁঞা ও সাবেক অধ্যক্ষ মরহুম মোহাম্মদ মোস্তফা।

উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ আর সমমনাদের পৃষ্ঠপোষকতা, সঠিক দিক নির্দেশনা, পরামর্শ, সহযোগিতা, শুভাকাঙ্খীদের গঠনমূলক সমালোচনা, যুগোপযোগী পরামর্শ, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন শিক্ষকদের ঐকান্তিকতা সর্বোপরি মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী আজ দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শেকায়েফ কর্তৃক নগদ অর্থসহ দুইবার ২০১৪ ও ২০১৬ সালে সনদ প্রদান করা হয়। দেশের পূর্বাঞ্চলের একটি অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করছে এবং ভবিষ্যতে দেশ ও জাতির আশা আকাঙ্খা পূরণে আরো যথাযথ এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে ইনশা-আল্লাহ।

পরিচিতি

নাম ঃ **শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী।**
প্রতিষ্ঠাকাল ঃ **জানুয়ারী- ১৯৮৫ ইং**
ঠিকানা ঃ **শাহীন একাডেমী রোড, রামপুর, ফেনী পৌরসভা, ফেনী-৩৯০০**

ভৌগলিক অবস্থান

স্রোতস্বীনি মুহুরীর পললে মেঘনার অববাহিকায় গড়ে উঠা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা জেলা ফেনী। রাজধানী ঢাকা আর বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সংযোগস্থলে অবস্থিত বলে এর ভৌগলিক ..

গুরুত্ব অনেক বেশী। ফেনী মহিপালের দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং ট্রাংক রোড হতে দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচশত মিটার দূরে মধ্যম রামপুরের মনোরম পরিবেশে **শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী** এর অবস্থান। পশ্চিম-দক্ষিণে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবস্থিত।

অবকাঠামোগত অবস্থান

১৯৮৫ সালে পাঁচগাছিয়া রোডের পাশে একটি ভাড়া ঘরে **শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী**র কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সালে **শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী** মধ্যম রামপুরে নিজস্ব জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে একাডেমিক ভবন ছয় তলা ২টি, চারতলা ১টি, দোতলা ২টি একাডেমিক ভবন রয়েছে। সর্বমোট ১১৬টি রুমে শ্রেণী কার্যক্রম ও একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ তলায় ছাত্রাবাস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্যাম্পাসে দোতলা বিশিষ্ট একটি আলাদা কলেজ ভবন ও পশ্চিম পার্শ্বে শিক্ষার্থীদের জন্য দৃষ্টিনন্দন একটি মসজিদ রয়েছে।

মূলমন্ত্র

শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনীর মূলমন্ত্র (Motto) **"হে আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দাও।"**

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যথেষ্ট থাকার পরও সম্মানিত অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাই কচি-কাঁচাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য দেশ মাতৃকার সুযোগ্য সচেতন, আত্মনির্ভরশীল ও চরিত্রবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে বাস্তবায়ন করে থাকি -

- প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজের জীবন গড়তে বাস্তব সহায়তা দান।
- চরিত্রবান, সচেতন ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে মানসিকভাবে তৈরি করা।
- স্বাবলম্বী হতে দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার বিকাশ ঘটান।
- ছোটদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের বাস্তব নমুনা পেশ।
- সকল কু-সংস্কারের ধারণা প্রদান করে ও সংশোধনের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করা।
- মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জনের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- শরীর চর্চা, বয়স্কাউট, কাব স্কাউট ও শারীরিক কসরত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জীবনে শারীরিক দক্ষতা অর্জনের নিয়মিত কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- আদর, স্নেহ ও ভালবাসার মাধ্যমে মাতৃ-পিতৃ সুলভ আচরণ দিয়ে সার্বক্ষণিক অভিভাবকত্ব প্রদান।
- আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচয় লাভের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

একাডেমীর শ্রেণী ভিত্তিক বয়স ও আসন সংখ্যা

(প্রতি শাখায়)

শ্রেণী		বয়স	আসন (প্রতি শাখায়)
প্লে	(নূরানী)	০৪ +	৩০
নার্সারী	(নূরানী)	০৫ +	৩৫
কে. জি ওয়ান	(নূরানী)	০৬ +	৪০
কে.জি টু	(নূরানী)	০৭ +	৪০
কে.জি থ্রী	(নূরানী)	০৮ +	৪৫
কে.জি ফোর		০৯ +	৫০
কে.জি ফাইভ		১০ +	৫০
৬ষ্ঠ শ্রেণী		১১ +	৬০
৭ম শ্রেণী		১২ +	৬০
৮ম শ্রেণী		১৩ +	৬০
৯ম শ্রেণী		১৪ +	৬০
১০ম শ্রেণী		১৫ +	৬০

ভর্তির নিয়মাবলী

ভর্তির আবেদন ঃ প্রতি বছর একবার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। ভর্তি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের কাছে একাডেমীর নির্ধারিত ফরমে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে আবেদন পত্র আহবান করা হয়। সাধারণত প্রতি বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। যে সকল ছাত্রছাত্রী একাডেমীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদেরকে একাডেমীর নির্ধারিত ওয়েব সাইট (www.safeni.edu.bd) এ আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে প্রিন্টকৃত ফরম একাডেমী অফিসে জমা দিতে হয়। এছাড়া সরকারীভাবে টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে দরখাস্ত করতে হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি হতে হয়।

- যে শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক অবশ্যই তার পূর্ববর্তী শ্রেণী হতে উত্তীর্ণের সনদপত্র জমা দিতে হবে।
- শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। প্রার্থীর দৈহিক ওজন, বয়স ও উচ্চতা আনুপাতিক হারে হতে হবে।
- জন্মসূত্রে অথবা অভিবাসন আইনে বাংলাদেশী হতে হবে।
- প্লে গ্রুপে বয়স, শারীরিক ও মানসিক দিক বিবেচনা করে ভর্তি করা হয়।

ভর্তি পরীক্ষা

লটারীর মাধ্যমে সরকারী নির্দেশনার আলোকে প্রত্যেক শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

একাডেমীর পোশাক

একাডেমীর নির্ধারিত পোশাক পরিধান করেই শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হয়। নির্দিষ্ট ইউনিফরম ব্যতীত শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে তাকে নিয়ম-শৃংখলা পরিপন্থী বলে বিবেচিত গণ্য করা হবে এবং শ্রেণী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখা হবে।

শ্রেণী ভিত্তিক পোশাকের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

প্লে-নার্সারী (বালক) ঃ নেভী ব্লু হাফ প্যান্ট, সাদা হাফ শার্টে দুটি কালো দাগ কাটা সোল্ডার, ত্রিকোণ বিশিষ্ট সবুজ রঙের স্কার্ফের তিনদিকে হলুদ রেখা, সাদা জুতা, মোজা ও ক্যাপ।

প্লে-নার্সারী (বালিকা) ঃ নেভী ব্লু সেলোয়ার, হাফ হাতা সোল্ডার ও কলারযুক্ত সাদা কামিজ, ত্রিকোণ বিশিষ্ট সবুজ রঙের স্কার্ফের তিনদিকে হলুদ রেখা, সাদা জুতা, মোজা ও ক্যাপ।

কেজি ওয়ান-কেজি ফাইভ (বালিকা) ঃ কেজি ফাইভ পর্যন্ত কলার ও সোল্ডারযুক্ত হাফ হাতা সাদা কামিজ ও অন্যান্যগুলো অপরিবর্তিত থাকবে।

কেজি ওয়ান-কেজি ফাইভ (বালক) ঃ নেভী ব্লু ফুল প্যান্ট, সাদা ফুল শার্ট, দুটি কালো দাগ কাটা সোল্ডার, ত্রিকোণ আকৃতির সবুজ রঙের স্কার্ফের তিনদিকে হলুদ রেখা, সাদা জুতা ও মোজা।

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী (বালিকা) ঃ নেভী ব্লু সেলোয়ার, সাদা জামা ও নীল ওড়না। সাথে হিজাব (জলপাই রঙের বোরকা)।

ষষ্ঠ-দশম শ্রেণী (বালক) ঃ নেভী ব্লু ফুল প্যান্ট, সোল্ডারযুক্ত হাফ হাতা সাদা শার্ট এবং নির্ধারিত টাই থাকবে। সাদা জুতা ও মোজা।

বিঃ দ্রঃ- একাডেমিক ড্রেস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রেণী ভিত্তিক বিষয়বস্তু

প্লে ও নার্সারী ঃ
- বর্ণ পরিচিতি ও শব্দ জ্ঞান (বাংলা, ইংরেজী ও আরবী)
- সচিত্র বই এর মাধ্যমে বাস্তব ধারণা দান।
- ধারাপাত, সংখ্যা জ্ঞান ও মানসাঙ্ক।
- অংকন, সাধারণ জ্ঞান, শরীর চর্চা, স্বাস্থ্য জ্ঞান ও আচার আচরণ।
- ছড়া, কবিতা আবৃত্তি, মুনাজাত।
- খেলাধূলা ও বাচনভঙ্গির মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান।
- নূরানীর নির্ধারিত সিলেবাস।

নূরানী ওয়ান থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত ঃ
- বোর্ডের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী
- নূরানীর নির্ধারিত সিলেবাস।
- পাঠাগারে অধ্যয়ন, বক্তৃতা অনুশীলন, সাধারণ জ্ঞান ও
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশে সহায়তা।

৪র্থ-৮ম শ্রেণী ঃ
- বোর্ডের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী
- একাডেমীর নিজস্ব সিলেবাস।
- পাঠাগারে অধ্যয়ন, বক্তৃতা অনুশীলন, সাধারণ জ্ঞান ও
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিভা বিকাশে সহায়তা।

নবম ও দশম শ্রেণী ঃ
- শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত সিলেবাস ও
- একাডেমীর অতিরিক্ত শিক্ষা কার্যক্রম।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

শিক্ষাদানে প্রচলিত নিয়ম নীতি ছাড়াও নিম্নলিখিত নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয় ঃ

১। বক্তৃতা ও পঠন
২। সামষ্ঠিক পাঠ বিন্যাস ও আলোচনা
৩। প্রশ্নোত্তর (মৌখিক ও লিখিত)
৪। ব্যবহারিক চিত্র প্রদর্শনী
৫। বার্ষিক শিক্ষা সফর
৬। সুধী ও বিদ্যোৎসাহীদের নিয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান
৭। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান
৮। সময়োপযোগী নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন যেমন ঃ টেলিভিশন ও ভিডিও, ভিসিডি প্রদর্শনী এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি।
৯। পড়া-লিখা, প্রশংসনীয় আচরণ, শিষ্ঠাচার ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানমালা।
১০। অংশগ্রহণ পদ্ধতি।

একাডেমীর কার্যক্রম

একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যা প্রয়োজন তা আমাদের রয়েছে। তদুপরি কিছু বিষয় সম্মানিত অভিভাবক ও সুধীজনের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হল ঃ

বিজ্ঞান বিভাগের প্রাচুর্য ঃ আমাদের একাডেমীতে ১০ম শ্রেণীতে বিজ্ঞানসহ সরকারী অনুমোদন লাভের পর থেকে আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণী, ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও শুভাকাংখীদের সহযোগিতায় ফেনী জেলায় আমাদের একাডেমী শিক্ষাদান ও যন্ত্রপাতির দিক থেকে অন্যতম পর্যায়ে রয়েছে এবং ফলাফলও সন্তোষজনক। এছাড়া ২০২১ সালে বিজ্ঞান মেলায় মেডিকেলে রোবট প্রদর্শন করে ১ম পুরস্কার অর্জন করে।

আকর্ষণীয় ফলাফল ও ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্ব ঃ একাডেমী প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারী প্রাথমিক, জুনিয়র বৃত্তি ও বেসরকারী মেধাবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে ৫ম শ্রেণীতে ২৬ জন ট্যালেন্টফুলসহ ২৮ জন প্রাইমারী বৃত্তি অর্জন করেন এবং জেলায় শ্রেষ্ঠ হয়। এ ছাড়া JSC পরীক্ষায় ২০১৬ সালে ১৩ জন ট্যালেন্টফুল সহ ৩৯ জন বৃত্তি অর্জন করেছে। এসএসসি পরীক্ষায় অনুরূপভাবে শতভাগ পাশ করাসহ বেসরকারীভাবে জেলায় শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতি অর্জন অব্যাহত রেখেছে, আলহামদুলিল্লাহ।

শরীর চর্চা বিভাগ ঃ স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক পড়া লিখার সাথে সাথে শারীরিক যোগ্যতা, কাঠামো সুদৃঢ় ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত শরীর চর্চা অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন। এদিক থেকে আমাদের একাডেমীর রয়েছে যথেষ্ঠ সুনাম ও সুখ্যাতি।

ক) সার্বক্ষণিক ১জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত (এম.কম; বি.পি.এড) শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। যার বিনিময়ে আমাদের একাডেমী বয় স্কাউট, কাব স্কাউট, জাতীয় ও সরকারী অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান, গার্ড অব অনার প্রদান এবং একাডেমীর নিয়মিত শরীরচর্চাসহ প্রাতঃকালীন সমাবেশের মাধ্যমে আদর্শ স্থান দখল করে আছে। ২০১৬ সালে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে কাব ও বয় স্কাউট দুটিতে জেলায় ১ম স্থান অধিকার করে। ২০১৬ সালের ২১ মার্চ ২টিতেই ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ২০১৮ সালেও ২টিতে ১ম হওয়ার গৌরভ অর্জন করে। এ ছাড়া স্কাউটে ২০১৮ সালে ২জন ছাত্র প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড অর্জন করে। প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড প্রাপ্ত একজন ছাত্র সরকারী খরচে আন্তর্জাতিক স্কাউট জাম্বুরীতে আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ অর্জন করে।

খ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য একাডেমীর চৌকস কাব স্কাউট দল, যা ১৯৯১ ও ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত কাব জাম্বুরীতে জেলার একমাত্র দল হিসেবে কৃতিত্বের সাথে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯৪সালে অনুষ্ঠিত ১৪তম এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে স্কাউট জাম্বুরীতে অংশ গ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালে জাম্বুরীতে এবং ২০০০ সালে ক্যাম্বুরীতে ও জেলার স্কাউট কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। ২০০৪ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দিবসে স্কাউট কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে অনেক বার ১ম ও ২য় স্থান লাভ করে জেলার শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে পুরস্কৃত হয়।

কম্পিউটার শাখা ঃ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বশেষ আবিষ্কার কম্পিউটার। বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাগিদে কম্পিউটার সেকশন চালু করা হয়েছে। আলাদা আবেদনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফী পরিশোধ করে কম্পিউটার শাখায় ভর্তি হতে হয়। নির্দিষ্ট রুটিনের আওতায় কম্পিউটার ক্লাস হয়ে থাকে। ৪০ নম্বরের উপরে প্রাপ্ত নম্বর সমূহ ছাত্র-ছাত্রীর মোট নম্বরের সাথে যোগ হয়ে মেধা তালিকা নির্ধারিত হয়ে থাকে (২য় শ্রেণী থেকে ৪র্থ শ্রেণী)।

কম্পিউটার বিষয়ে ১ বছরের জন্য প্রদেয় ফী (কেজি শাখায়)

ভর্তি ফী -	১০০ টাকা
কে.জি (নতুন) -	৬০০ টাকা
কে.জি (পুরাতন) -	৫০০ টাকা

আমাদের কম্পিউটারের সংখ্যা বর্তমানে ৫০টি, শিক্ষক ৫জন। ছাত্রী শাখার জন্য আলাদা কম্পিউটার ল্যাব ও শিক্ষক নিয়োজিত আছেন।

কারিগরী শাখা

মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলামের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ নাগরিক তৈরির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে কারিগরী শাখা খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০০৪ সাল থেকেই ২টি ট্রেডে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীদ্বারা নিয়মিত শ্রেণী কার্যক্রম চলে আসছে। ২বছর মেয়াদী এ কোর্সে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে ৯ম শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।

কারিগরী শাখার ট্রেড সমূহ হল ঃ

১। কম্পিউটার ২। সিভিল কন্সট্রাকশন

কারিগরী শাখায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের ফী শাহীন একাডেমীর মাধ্যমিক শাখার ভর্তির নিয়মে প্রদান করতে হয়।

কারিগরী শাখার সুবিধা ও ভর্তির নিয়মাবলী

- এ ট্রেড কোর্সগুলো সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত।
- এ কোর্স এর মান এস. এস. সি. বিজ্ঞান সমমানের।
- ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীকে কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং নিজ হস্তে পূরণ করতে হবে।
- ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তির নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং অনলাইনেও পূরণ করতে হবে।
- JSC পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীরা ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- এস.এস.সি ভোকেশনাল নবম শ্রেণীতে প্রত্যেক ট্রেডে ৩০জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে এবং ড্রপ আউট হিসেবে প্রতি ট্রেডে ১০% সহ মোট ৪০জন ভর্তি করা হয়।
- এস.এস.সি. ভোকেশনাল উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট এ ১৫% ভর্তি কোটার সুযোগ পাবে।
- নবম শ্রেণীর শুধুমাত্র ট্রেড বিষয়ে পাশ করলে জাতীয় দক্ষতা মানের সার্টিফিকেট- ১ ও দশম
- শ্রেণীর ট্রেড বিষয়ে পাশ করলে জাতীয় দক্ষতা মানের সার্টিফিকেট- ২ প্রদান করা হবে।
- প্রার্থীগণকে আবেদনপত্রের সাথে ৮ম শ্রেণী পাশের প্রমাণ হিসেবে ট্রান্সক্রিপ্ট এর মূলকপি, প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রশংসাপত্রের মূলকপি, রেজিস্ট্রেশনের জন্য ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি এবং ফরম সংগ্রহের প্রাপ্ত মূল রসিদ সংযুক্ত করতে হবে।

পরীক্ষার নীতিমালা

আমাদের একাডেমীর পরীক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষার বিষয়, প্রশ্নপত্রের ধরণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এক নজরে উপস্থাপন করা গেল।

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ সাধারণত সাপ্তাহিক, টিউটোরিয়াল, সাময়িক ও বার্ষিক ৪ ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। টিউটোরিয়াল, সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার মোট নাম্বারের ভিত্তিতে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয়।

❁ প্রতি পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন/ অগ্রগতি বিবরণী (Progress Report) তৈরি করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদনে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, উন্নতি ও অবনতি প্রতিফলিত হয় যা ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়।

পরীক্ষার বিষয় সমূহ ঃ নির্ধারিত পাঠ্যসূচী ছাড়াও একাডেমীতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলোর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ঃ- (১) স্বাস্থ্য (২) শরীর চর্চা (৩) আচার-আচরণ (ব্যবহারিক দিক) (৪) সাংস্কৃতিক প্রতিভা (৫) পোষাকের পরিপাট্য (৬) আসবাবপত্র সংরক্ষণ ও যত্ন (বই, খাতা, পেন্সিল ও শিক্ষা উপকরণ) (৭) শিষ্ঠাচার ও (৮) নিয়ম-শৃঙ্খলা (Discipline)। (৯) সাধারণ জ্ঞান (১০) সম-সাময়িক বিষয়ে জ্ঞান।

পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ গ্রেডিং পদ্ধতিতে পরীক্ষায় মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। নিম্নে গ্রেড এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো ঃ-

Letter Grade	Class Interval	Grade Point
A+	80 - 100	5
A	70 - 79	4
A-	60 - 69	3.5
B	50 - 59	3
C	41 - 49	2
D	Above - 40	Pass

পড়ালেখার মানোন্নয়ন ঃ পড়ালেখার মানোন্নয়নের জন্য ৩টি মাসিক পরীক্ষা নেয়া হয়। সেমিষ্টার পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রমোশন ঃ প্রত্যেক শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যদি কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় অর্থাৎ কোন বিষয়ে ফেল করে তাকে প্রমোশন দেয়া হবেনা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যেতে হবে।

এক নজরে সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

সাহিত্য-সাংস্কৃতি ঃ আবৃতি, বিতর্ক, বক্তৃতা, ইসলামী সংগীত, গজল, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ও ক্বিরাত প্রতিযোগিতা।

খেলাধুলা ঃ ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ক্রিকেট, দৌড় ও ব্যাটমিন্টন ইত্যাদি।

অন্যান্য ঃ বাগান করা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, গৃহস্থালী ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি।

একাডেমীতে প্রদেয় সেশন ফি সমূহ :

বিবরণ	কে.জি	মাধ্যমিক
ক্রীড়া ও সংস্কৃতি (বহি: ও অভ্যন্তরীন)	৩০০/-	২৫০/-
শিক্ষাপোকরণ	১০০/-	১০০/-
বিজ্ঞানাগার	-	১০০/-
বিদ্যুৎ	২০০/-	২০০/-
পাঠাগার	৬০/-	৬০/-
দরিদ্র তহবিল	১৭৫/-	১৭৫/-
বার্ষিক অনুষ্ঠান	১৭৫/-	১৫০/-
স্বাস্থ্য	৩০/-	৩০/-
শিক্ষক কল্যাণ তহবিল	১২৫/-	১২৫/-
কাব/ বয় স্কাউট/ রেড ক্রিসেন্ট	১১০/-	১১০/-
কম্পিউটার ও ওয়েব সাইট	২৫০/-	২৫০/-
বাগান/ নিরাপত্তা/ মুদ্রণ	২৭৫/-	২৫০/-
বিবিধ	২০০/-	২০০/-
মোট=	২,০০০/-	২,০০০/-

উন্নয়ন, টিউশন ও ভর্তি ফি সমূহ :

টিউশন ফি	৭০০/-
উন্নয়ন তহবিল	১২০০/-
ভর্তি ফি (নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে)	৮০০/-
পুন: ভর্তি ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে	৫০০/-
জেনারেটর বিল	১৬০/-
মেশিন রিডেবল আইডি কার্ড	১০০/-

টিউশন ফি পরিশোধের নিয়ম

প্রত্যেক ইংরেজী মাসে নিম্ন বর্ণিত নির্দিষ্ট তারিখে একাডেমী অফিসে মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে। যদি নির্ধারিত তারিখ ছুটির দিন হয় তাহলে অবশ্যই পরের দিন পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখে বেতন পরিশোধে ব্যর্থ হলে বিলম্ব ফী ২০/- (বিশ) টাকা দিয়ে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় একাডেমীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তারিখসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

শ্রেণী	তারিখ
প্লে, নার্সারী ও কে.জি. ওয়ান	৩ ও ৯
কে.জি.টু, কে.জি.থ্রী ও কে.জি.ফোর	৪ ও ৮
কে.জি.ফাইভ, ৬ষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি	৫ ও ৭
অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণি	২ ও ৬

শ্রেণী কার্যক্রম

- শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনীর শ্রেণী কার্যক্রম দু'টি শিফ্টে পরিচালিত হয়ে থাকে।
- ১ম শিফটে কে.জি. শাখা ও প্রভাতি (বালিকা) শাখা সকাল ৮.১৫ থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত।
- ২য় শিফটে মাধ্যমিক দিবা শাখা (বালক)ও কারিগরী শাখা সকাল ১০.৪৫ টা থেকে বিকাল ৪.১৫টা পর্যন্ত।
- প্লে গ্রুপ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই বাংলা, ইংরেজী ও আরবী বিষয়ে হাতের লেখা আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে।
- ক্লাশ চালু হওয়ার ১৫মিনিট পূর্বেই প্রত্যেক ছাত্রকে শরীর চর্চা (পি.টি)তে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হয়।
- এ্যাসেম্বলীতে অংশ গ্রহণ না করলে অর্থাৎ অনুপস্থিত থাকলে শাস্তি ভোগ করতে হবে।
- কলেজ ৯:০০টা থেকে দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত।

একাডেমীর শিক্ষকমন্ডলী

শিক্ষা সেবাই আমাদের বৈশিষ্ট্য। একাডেমীর সঠিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে যাচাই বাছাই এর মাধ্যমে নির্বাচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী রয়েছেন।

বিবিধ তথ্যাবলী

এ পর্যায়ে একাডেমীর আরো কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য সম্মানিত অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের অবগতির জন্য দেয়া হলো ঃ-

১। যাতায়াত ঃ নিজ দায়িত্বে আসা যাওয়া করতে হবে। ফেনী শহর থেকে রামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের পাশ ঘেঁষে সামান্য পশ্চিম পাশে শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী। যারা পাঁছগাছিয়া মহিপাল হয়ে ফেনী বাইপাস হয়ে আসতে চায় তাদেরকে বাংলাদেশ অক্সিজেন ফেনী বিলিকেন্দ্রের সামনের রাস্তা দিয়ে অল্প পূর্ব দিকে আসতে হবে। বিস্তারিত লোকেশন পরিশিষ্টে দেয়া আছে।

২। সমাবেশ ও বার্ষিক অনুষ্ঠান ঃ একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-অভিভাবক, পরিচালনা কমিটি, সুধী, শিক্ষাবিধ, বিদ্যানুরাগী এ সকল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সারা বৎসর কয়েকটি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানগুলোতে সরকারী-বেসরকারী পদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদগণ মেহমান হিসেবে উপস্থিত থাকেন। অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে-

ক) অভিভাবক সমাবেশ শ্রেণী ভিত্তিক;
খ) বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান;
গ) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান;
ঘ) বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান;
ঙ) আলোচনা সভা (ইস্যু ভিত্তিক)।

উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলোতে যে সকল ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়

ক) মন্ত্রী;
খ) প্রতিমন্ত্রী;
গ) শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান, সচিব ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক,
ঘ) জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান;
ঙ) জেলা প্রশাসক ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক;
চ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা শিক্ষা অফিসার;
ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক;
জ) উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান;
ঝ) পৌরসভার মেয়র প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩। শিক্ষা সফর ঃ শিক্ষার অংশ হিসেবে একাডেমীতে প্রত্যেক বৎসর কমপক্ষে একবার শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলো বেছে নেয়া হয়। এ পর্যন্ত যে সব এলাকায় শিক্ষা সফর করা হয়েছেঃ

(১) কক্সবাজার, (২) সেন্টমার্টিন, (৩) চট্টগ্রাম সি-বীচ, (৪) বান্দরবান, (৫) কাপ্তাই, (৬) রাঙ্গামাটি, (৭) কুমিল্লা বার্ড, যাদুঘর, লালমাই পাহাড়, (৮) ঢাকা সোনারগাঁও, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, লালবাগ কেল্লা, শিশু পার্ক ও চিড়িয়াখানা, (৯) দিনাজপুর স্বপ্নপুরী, (১০) রংপুর ভিন্নজগত কান্তজীর মন্দির ও রামসাগর, (১১) খুলনা সুন্দরবন, (১২) নওগাঁ গণভবন, (১৩) বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু ইত্যাদি।

৪। পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান ঃ

ক) কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের ভিত্তিতে একাডেমীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

খ) সরকারী, বেসরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক মেধা ভিত্তিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একাডেমী কর্তৃপক্ষের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং দরিদ্র ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬। একাডেমীর নিজস্ব সরঞ্জামাদি

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে সুন্দর ও পরিপাটিভাবে একাডেমীতে অধ্যয়ন এবং নিয়মনীতি অনুসরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি অবশ্যই সংগ্রহ করতে হয়।

ক) স্টুডেন্ট ডায়েরী।
খ) একাডেমীর মনোগ্রাম সম্বলিত খাতা।
গ) একাডেমী মনোগ্রাম/ ব্যাজ (বুকে ধারণ করা)।
ঘ) ক্লাশ রুটিন বা একাডেমিক ক্যালেন্ডার।
ঙ) আইডেনটিটি কার্ড (পরিচয় পত্র)।
চ) ওয়াগল।

আবাসিক নীতিমালা

ফেনী জেলা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নতিসহ সবদিক থেকে এগিয়ে থাকলেও আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বললেই চলে। হতাশাগ্রস্থ অভিভাবকের সন্তানের জন্য পিতৃ-মাতৃ সুলভ আচরণ দিয়ে শাহীন একাডেমী ফেনী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনী আবাসিক ব্যবস্থা করেছে এবং ইতোমধ্যে সফলতাও অর্জন করেছে। আবাসিক ছাত্রদের থাকার জন্য উন্নত মানের ছাত্রাবাস রয়েছে। ছাত্রাবাসের প্রশাসন পদ্ধতি একাডেমীর মূল শিক্ষা ও প্রশাসন পদ্ধতির সাথে পদ্ধতিগতভাবে সমন্বিত। এর প্রশাসন কাঠামো একজন হোস্টেল সুপার, একজন সহকারী হোষ্টেল সুপার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিউটরের সমন্বয়ে গঠিত। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী রুম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত আছে।

আবাসিক ফী সমূহ

খাত	এককালীন	মাসিক
ফরম ফী	১০০/-	-------
ভর্তি ফী	৬,০০০/-	-------
ডাইনিং মাসিক	--------	৪,৫০০/-
টিউশন/ আবাসিক মাসিক	--------	৪,০০০/-
সর্বমোট-	**৬,১০০/-**	**৮,৫০০/-**

- এককালীন সার্ভিস চার্জ ৩,০০০/- প্রদান করতে হবে।
- হোস্টেল সীট ছাড়তে হলে ০২ (দুই) মাস পূর্বে দরখাস্তের মাধ্যমে জানাতে হবে।

আবাসিক ছাত্রদের দৈনন্দিন কার্যক্রম

ফজরের আজানের সাথে সাথে শয্যাত্যাগ করা থেকে রাতে ঘুমানোর পূর্ব পর্যন্ত দৈনন্দিন কাজের রুটিন সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো ঃ-

কুরআন শিক্ষা ঃ সকালে ফজরের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করার পর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুয়াল্লিম দ্বারা কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।

আবাসিক ক্লাস ঃ সকালে নির্দিষ্ট ক্লাসে শ্রেণী ভিত্তিক সকল ছাত্রকে আবাসিক শিক্ষক দ্বারা ইংরেজী অংকসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়তা করা হয়।

খাবার গ্রহণ ঃ

আবাসিক ছাত্রদের প্রতিদিন নিম্নলিখিত সময়ে খাবার গ্রহণ করতে হয় ঃ-

১। সকালের নাস্তা ঃ সকাল আটটায় (ছুটির দিনে নয়টায়)।
২। দুপুরের খাবার ঃ বাদ জোহর।
৩। বিকালের নাস্তা ঃ আসরের নামাজের পর।
৪। রাতের খাবার ঃ রাত নয়টা থেকে দশটার মধ্যে।

আবাসিক ছাত্ররা প্রতিদিন ডাইনিং এ একত্রে খাবার গ্রহণ করে। বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করা আছে। একজন শিক্ষার্থীর দেহ গঠনে প্রয়োজনীয় খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উক্ত তালিকানুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। খাদ্যে রসনা তৃপ্তির চেয়ে সুষমতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ সকালের নাস্তা সম্পন্ন করে শ্রেণী কক্ষে আগমনের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পরিধেয় পোশাকের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা যাচাই করা হয়। পোশাক পরিচ্ছদে মানের অবনতি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিক তা শুধরিয়ে দেয়া হয়।

পাঠ প্রস্তুতি ঃ সাধারণত স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বাড়ীতে যে পড়াশুনা করে থাকে আবাসিক ছাত্রদের তারই বিকল্প পাঠ প্রস্তুতির জন্য দু'টি পর্যায়ে দৈনিক মোট ২০০ মিনিট (৩ ঘন্টা ২০ মিনিট) সময় বরাদ্দ করা হয়। পাঠ প্রস্তুতি তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োজিত আছেন।

বিনোদন ঃ আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন ঃ টেলিভিশন উপভোগ করা, খবরের কাগজ পড়া, সপ্তাহে একদিন সাংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে একটি ক্লাস নেয়া এবং বছরে একবার আবাসিকের পক্ষ থেকে শিক্ষা সফরে যাওয়া ইত্যাদি।

সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি ঃ

আমাদের সন্তানদের সুন্দর জীবন গড়ার লক্ষ্যে এবং একাডেমীর সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য আপনাদের সুদৃষ্টি কামনা করছি ঃ

- ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ভোরে উঠার অভ্যাস করতে সাহায্য করা।
- প্রাপ্ত বয়স্কদের (১০বৎসর বয়স) নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে তাগিদ দেয়া।
- সৈনিক কাটিং চুল রাখতে হবে।
- ছোট বড় সকলের প্রতি সালাম বিনিময়ের অভ্যাস সৃষ্টির জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
- পড়ার টেবিল, পোশাক-পরিচ্ছদ, জামা-কাপড় ও শয়ন কক্ষের সব কিছু সাজিয়ে রাখার দিকে দৃষ্টি রাখা।
- খাওয়া দাওয়া চলাফেরা চাল চলন ও আচার আচরণের ক্ষেত্রে ইসলামী নিয়ম মেনে চলতে সহযোগিতা করা।
- আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য ছোট বড় সকলের প্রতি ভাল আচরণ করার পরামর্শ দেওয়া।
- সব সময় ভাল সৎ চরিত্রবান ছেলেদের সাথে চলাফেরা ও খেলাধূলার জন্য পরামর্শ দেয়া এবং তাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখা।
- দুপুরে কিছু সময় বিশ্রাম ও ঘুমানোর পর খেলাধুলা শেষ করে সন্ধ্যার সাথে সাথে পড়তে বসানো এবং রাত ১০টা পর্যন্ত একাডেমীর দেওয়া পাঠ তৈরিতে সহযোগিতা করা।
- একাডেমীতে যথাসময়ে উপস্থিত এবং যথাসময়ে বাসায় পৌছার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- একাডেমীর নির্ধারিত ড্রেস পরিয়ে বই, খাতা ও ডায়েরী ইত্যাদি ব্যাগে গুছিয়ে দেয়া।
- একাডেমীর ক্লাস চলাকালীন সময়ে (খোলার সময়) তাদেরকে কোন কাজে অন্যত্র না পাঠানো। একাডেমীর ছুটির দিনগুলোতে পূর্ব পাঠের উপর পুনরায় পড়ার তাগিদ দেয়া।
- রমজান ও ঈদুল আযহার ন্যায় দীর্ঘ ছুটিতে বিশেষ রুটিন তৈরি করে পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া।
- বর্তমানে অনুষ্ঠান সূচীর আলোকে টেলিভিশন না দেখা ভাল। বিশেষভাবে অশ্লীল ও ডিসের মাধ্যমে প্রচারিত কুরুচীপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো না দেখানোর চেষ্টা করা ।
- পড়ার টেবিল বা বইয়ে তাকে বা শয়ন কক্ষে কোন অশ্লীল বই পুস্তক বা পত্র পত্রিকা থাকে কিনা সেদিকে দৃষ্টি করা এবং কোন অবস্থাতেই এ ধরণের বই বা পত্রিকা পড়তে না দেয়া।
- উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোন সমস্যা দেখা দিলে ডায়েরী বা চিঠির মাধ্যমে অথবা সরাসরি যোগাযোগ করে সহযোগিতা নেয়ার চেষ্টা করা।
- একাডেমীর পড়া লিখা, সিলেবাস, পাঠদান এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা যথাসময়ে লিখিত বা সরাসরি আমাদেরকে জানাতে ভুল করবেন না।
- শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের স্বার্থে প্রতি মাসে কমপক্ষে এক বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা।

পরিশেষে

শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনীর গেল সময়ের অর্জিত পরিচিতিসহ বিস্তারিত তথ্য সচেতন অভিভাবক, অভিভাবিকা ও শুভাকাংখীদের প্রতি উপস্থাপনোত্তর আমাদের আবেদন বর্তমান ডিজিটাল যুগের সকল প্রকারের ডিজিটাল সুবিধাদী এবং সুশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ঐকান্তিক আশার প্রতিফলনের জন্য আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সৎ ও যোগ্য নাগরিক তৈরি করা যে অসম্ভব, তা আজ স্বীকৃত। তাই এ শূন্যতাকে পূরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও আপনাদের সু-পরামর্শ সুন্দর আগামী ফুটিয়ে তুলবে ইনশা-আল্লাহ। আর আমাদের সফলতার ব্যাপারে সচেতন মহলে উপস্থাপন এবং দুর্বলতার ব্যাপারে আমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতার্থ হব এবং আমরা বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল প্রক্রিয়ার নির্দেশিত সকল স্তরের কার্য সম্পাদনে সফলতা অর্জন করব ইনশা-আল্লাহ।

হে খোদা আমাদের সকলকে বর্তমান সমাজের এ দৈন্য দুর্দশা দূরীকরণে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে স্বনির্ভর যোগ্য ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং আপনার দেখানো শেখানো পথে চলার ক্ষমতা ও যোগ্যতা দান করুন।

এম. একরামুল হক ভূঁইয়া
অধ্যক্ষ
শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ ফেনী।

লোকেশন